শিক্ষা আনন্দময়

কাজলী শিশু বার্তা

(শিখি সৃষ্টির আনন্দে)

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে ২০০৯

সম্পাদকীয়

"শিক্ষা আনন্দময়" এই মূল মন্ত্র নিয়ে কাজলী মডেলের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে। আর আজ "শিখি সৃষ্টির আনন্দে" এই শ্লোগানকে বুকে নিয়ে "কাজলী শিশু বার্তা":ত্রৈমাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশের শুভক্ষণে আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি। জানুয়ারি ২০০৩ থেকে মে ২০০৯ মাঝে বেশ কয়েকটি বছর। একটি কেন্দ্র থেকে বর্তমানে শতাধিক কেন্দ্রে প্রায় ৩০০০ হাজার শিশু প্রতি বছর এই প্রাক-প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা লাভ করছে। প্রতিটি কাজলী কেন্দ্র একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ প্রতিটি কেন্দ্রের শিক্ষাদান পদ্ধতি এক এবং অভিন্ন হলেও টিকে থাকার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন। কাজলীকে ঘিরে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টা, সফলতা বা ব্যর্থতার গল্পগুলো সকলের সাথে ভাগাভাগি করে নেবার অভিপ্রায়ে "কাজলী শিশু বার্তা"র যাত্রা শুরু।

সূচনা সংখ্যা হিসেবে এখানে রিইব-এর চেয়ারম্যানের কথা শিরোনামে একটি লেখা থাকছে। যার মূল বক্তব্য কাজলী শিশু শিক্ষা বিকাশ মডেলের গবেষণার প্রেক্ষাপট ও এর দর্শন। তাছাড়া রিইব-এর গবেষণা ও প্রোগ্রাম বিভাগের পরিচালক ড. কোরবান আলী একটি নিবন্ধ লিখেছেন যার মূল কথা কাজলী কেন্দ্রগুলো কোন শক্তির বলে বাইরের সাহায্য ছাড়াই গ্রামীণ মানুষের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করা। আর যা থাকছে তার মধ্যে আছে কেন্দ্রগুলোর অবস্থান ম্যাপ, টুকরো খবর, শিক্ষকের কথা ও কাজলী বিষয়ক একটি লেখা, যেটিকে কাজলী মডেল ব্রুশিওর ও বলা যেতে পারে। প্রতিটি সংখ্যায় এই লেখাটি প্রকাশিত হতে থাকবে। আগামী সংখ্যাগুলো সাজানো হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। কাজলী মডেলের লিখন পঠন পদ্ধতির উপর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি বেশির ভাগ লেখা থাকবে কাজলী শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, কেন্দ্রের কথা, জনগণের অংশগ্রহণের কথা নিয়ে।

আমাদের আশা যে, আপনারা যে ভাবে আপনাদের ভালোবাসা, সৃজনশীলতা, সমন্বিত প্রচেষ্টা দিয়ে কাজলী মডেলের মাধ্যমে এ দেশের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছেন আগামীতেও এই শিশু বার্তা'র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য সর্বক্ষণ সহযোগিতা করবেন এ বিশ্বাস রেখেই আজ এখানে শেষ করছি।

সাইফুজ্জামান রানা

রিইব চেয়ারম্যানের কথা

কাজলী শিশু-শিক্ষা মডেল রিইবের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তাপুষ্ট একটি গবেষণা প্রকল্পের যুগান্তকারী ফসল। মাত্র ছয় বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশে প্রায় ১৫০টি কাজলী কেন্দ্র স্থাপন এবং তার মধ্যে প্রায় ১০০টির মত বেশ ভালোভাবে টিকে থাকা খুব কম কথা না । শুধু তাই না, বাইরের কোন আর্থিক সহায়তা ছাড়া, সমাজের একান্ত নিজস্ব প্রচেষ্টায় এতগুলো শিশু-শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে, সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণীর শিশুর মায়েরা পালা করে সপ্তাহের প্রত্যেকদিন শিশুদের দুপুরের খাবার পরিবেশন করছেন, এক বছর কেন্দ্রে কাটিয়ে শিশুরা সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে খুব কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাক্রম চালিয়ে যচ্ছে, এতসব অর্জন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রায় অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার। যাঁরা কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কেন্দ্রগুলো চালিয়ে যচ্ছেন, তাঁদের সকলকে রিইবের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

রিইব বছরে অন্তত একবার করে সব কাজলী কেন্দ্রের শিক্ষিকা ও উদ্যোক্তাদের একত্র করার চেষ্টা করে বটে, তবে তা যে যথেষ্ট নয় তা আমরা জানি। তাই অনেকদিন ধরে আমরা একটা শিশু-শিক্ষা বার্তা প্রকাশের কথা ভেবেছি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং কেন্দ্র সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা, পরামর্শ, খবরাখবর ইত্যাদির লেনদেন হয়। সেই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগছে। তবে পত্রিকাটি যাতে কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা থাকতে হবে।

শিক্ষকা ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমি সবসময় যে কথা বলি তা আর একবার সকলকে মনে করিয়ে দিয়ে আমার কথা শেষ করি। বৃহত্তর সমাজের অংশগ্রহণের পাশাপাশি, শিশুর মা-বাবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাঁদের মধ্যে কেন্দ্র সম্বন্ধে মালিকানাবোধ সৃষ্টি হলেই কেন্দ্রগুলো টিকে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা জানি আমাদের দেশটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। তবে এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ সৎ, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও সমাজ সচেতন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরম দুরবস্থা ও বঞ্চনার মধ্যে বাস করেও, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁরা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারেন, তা আমরা জানি এবং দেখেছি। তাঁদের নিজস্ব শক্তিতে এদেশের গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আরো অনেক কাজলী শিশু-শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠবে এবং এদেশে শিক্ষা প্রসারে তাঁরা পথ প্রদর্শকের কাজ করবেন, সেই কামনা করি।

ড. শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব
মে ১০, ২০০৯

সারাদেশে কাজলী মডেল কেন্দ্র সমাচার

উদ্যোগ-১. নীলফামারী জেলার পঞ্চপুকুর এলাকার জুম্মাপাড়া কাজলী মডেল কেন্দ্রের অভিভাবক ও অন্যান্যরা মিলে গত এপ্রিলে এই কেন্দ্রের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছেন। এখন সেই ঘরেই কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে।

উদ্যোগ-২. একই জেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের পশ্চিমদুবাছড়ি ও পূর্ব ডাঙ্গাপাড়া কাজলী কেন্দ্র দুটির অভিভাবকরা কেন্দ্রের খরচ নির্বাহের জন্য এক বিঘা জমিতে আগাম ব্রি-৩৩ ধান চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উদ্যোগ-৩. নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বোতলাগাড়ী কেন্দ্রের অভিভাবকরা কেন্দ্র ঘর ঠিক করার পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগে একটি সবজী চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শিশুদের খাবারের সাথে সবজি সরবরাহের জন্য।

কাজলী মডেলের মূল শক্তি

গত কয়েক বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে কাজলী মডেলের মূল শক্তিগুলোর চেহারা এখন সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মোটা দাগে এগুলোকে যেভাবে বলা যায় তা হলো:

১. মালিকানাবোধ। উদ্যোক্তা, শিক্ষিকা, শিশুদের মা, অভিভাবক এমনকি শিশুরাও কেন্দ্রগুলোকে নিজেদের বলে মনে করে। ব্র্যাক, প্লান বাংলাদেশ বা অন্যান্যদের কেন্দ্রগুলোকে তারা ব্র্যাকের, প্লান বাংলাদেশের কেন্দ্র বলে মনে করে। যৌথ তথা সামাজিক মালিকানাবোধ কাজলী মডেলের অন্যতম শক্তি।

২. একসময় মনে হয়েছিল কাজলী কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনায় উদ্যোক্তাদের ভূমিকাই মুখ্য হবে। বাইরের অর্থায়নের অনুপস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের অনেকেই আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও যাদের ভালবাসা, দরদ আর এক ধরণের আত্মত্যাগের কারণে কেন্দ্রগুলো এখনও টিকে আছে এবং অধিকাংশই সন্তোষজনকভাবে চলছে তার প্রধান স্তম্ভ হলো শিক্ষিকারা।

৩. কাজলী মডেলের অন্তর্নিহিত আর একটি বিরাট শক্তি হলো- এর শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির অভিনবত্ব। কোন খাতা-কলম-পেন্সিল ছাড়াই শুধু পকেট বোর্ড, পকেট কার্ড এবং বিশেষ ধরণের ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুরা এক বছরের মধ্যে খেলতে খেলতে আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর পাঠক্রমের সকল বিষয় রপ্ত করে ফেলে। ছুটির দিনেও শিশুরা কেন্দ্রে এসে ভিড় করে। এ থেকেই বোঝা যায় শিশুরা স্কুলে কতোটা আনন্দ পায় এবং উপভোগ করে।

৪. একসময় সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুরা প্রাইমারি স্কুলে যেতে চাইতনা। কেনই বা চাইবে। ধনিক পরিবারের শিশুরা প্রাইমারি স্কুলে যাবার আগে প্রস্তুতির যে সুযোগ পায় এসব পরিবারে সেই সুযোগ না থাকায় প্রাইমারি স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে এক ধরণের ভীতি ও নিরুৎসাহ ভাব কাজ করত। যারাও বা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হতো তাদের অধিকাংশই ঝরে যেতো। কাজলী কেন্দ্রগুলো এসব পরিবারের শিশুদের জন্য আশির্বাদ হয়ে উঠেছে। তারা এখন আর প্রাইমারি স্কুলে যেতে ভয় পায়না। কাজলী কেন্দ্র থেকে বছরব্যাপী প্রস্তুতি নিয়ে যেসব শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে স্কুলে তাদের ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার ও সন্তোষজনক। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরাই এখন অভিভাবকদের পরামর্শ দিচ্ছেন তাদের শিশুদেরকে প্রথমে কাজলী কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য। প্রাইমারি স্কুলে কাজলী কেন্দ্রের শিশুদের সাফল্য অভিভাবক ও সমাজকে কেন্দ্রের প্রতি আরো উৎসাহী করে তুলেছে।

৫. কেন্দ্রের কার্যক্রমে মায়েদের অংশগ্রহণ এই মডেলের আর একটি শক্তি। শিশুর মায়েরা নিয়মিত নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করে, কেন্দ্রে এসে তার সন্তানদের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়। স্কুলের কার্যক্রমে মায়েদের অংশগ্রহণের অভিনব দিক হলো: মায়েরা পালাক্রমে শিশুদের জন্য দুপুরের খাবার আয়োজন করে এবং সেই খাবার যে মা যেদিন আয়োজন করেন তার সন্তানই পরিবেশন ও খাওয়া-দাওয়া তদারক করে। দুপুরের এই খাবার আয়োজনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের প্রতি মায়েদের মমত্ববোধ ও অংশগ্রহণ যেমন বাড়ে তেমনি শিশু ও মায়েদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

ড. কোরবান আলী
পরিচালক (গবেষণা ও প্রোগ্রাম)
রিইব

কাজলী কেন্দ্রের নামের তালিকা

১. কেন্দ্রের নাম: খিদিরপুর কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা: রওশন আরা
গ্রাম: খিদিরপুর, ডাক: খিদিরপুরবাজার, মনোহরদী, নরসিংদী
প্রতিষ্ঠাকাল: মে ২০০৫

২. কেন্দ্রের নাম: নয়ানখাল শাহ্‌পাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা: রওশন আরা
গ্রাম: নয়ানখাল শাহ্‌পাড়া, ডাক: ময়নাকুড়ি, থানা: কিশোরগঞ্জ, জেলা: নীলফামারী
প্রতিষ্ঠাকাল: জুন ২০০৫

৩. কেন্দ্রের নাম: গাডারাপাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা: জেসমিন আক্তার
গ্রাম: দক্ষিণ গাডারাপাড়া, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
প্রতিষ্ঠাকাল: মে ২০০৫

৪. কেন্দ্রের নাম: বেকামুড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা: কল্পনা শব্দকর
গ্রাম: বেকামুড়া, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার
প্রতিষ্ঠাকাল: মে ২০০৮

৫. কেন্দ্রর নাম: মালুপাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা: মিনতি রাণী বিশ্বাস
গ্রাম: মালুপাড়া, তেপুকুরিয়া, বোদা, পঞ্চগড়
প্রতিষ্ঠাকাল: মে ২০০৮

৬. কেন্দ্রের নাম: হবুটারী কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা: মোছাঃ আলেপজান বেগম
গ্রাম: হবুটারী, পঞ্চপুকুর, নীলফামারী
প্রতিষ্ঠাকাল: জুন ২০০৭

৭. কেন্দ্রের নাম: পঞ্চপুকুর বাজারপাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা: মোছাঃ রেহেনা খাতুন
গ্রাম: পঞ্চপুকুর বাজার, পঞ্চপুকুর, নীলফামারী
প্রতিষ্ঠাকাল: জুন ২০০৭

বিঃদ্রঃ এখানে কয়েকটি কেন্দ্রের নামের তালিকা দেয়া হলো আগামীতে প্রতি সংখ্যায় কিছু কিছু করে পর্যায়ক্রমে সকল কেন্দ্রের নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হবে

সম্পাদনা পরিষদ: ড. শামসুল বারি, ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, ড. কোরবান আলী
নির্বাহী সম্পাদক: সাইফুজ্জামান রানা

এক নজরে কাজলী মডেল

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার কাজলী গ্রামে পরীক্ষামূলক একটি কেন্দ্র নিয়ে যে কর্ম গবেষণা শুরু হয়েছিল আজ তা দেশের ৬ টি বিভাগেই ছড়িয়ে পড়েছে। ৬৪ টি জেলার মধ্যে ২২ টি জেলায় এই কেন্দ্র রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি কাজলী কেন্দ্র আছে রাজশাহী বিভাগের নীলফামারী জেলাতে। বর্তমানে নীলফামারী জেলার সবগুলো থানা মিলে কাজলী কেন্দ্রের সংখ্যা ৫০। এর মধ্যে সদর ও কিশোরগঞ্জে কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি। অন্য যে সব জেলাতে কাজলী কেন্দ্র আছে তার মধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ। খুলনা বিভাগে মাগুরা এবং যশোরের কেন্দ্রগুলো চলছে। বরিশাল বিভাগে বরিশাল এবং ঝালকাঠিতে এই কেন্দ্র আছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা এবং চাঁদপুরের, সিলেটের মৌলভীবাজার এবং ঢাকার নরসিংদীর মনোহরদী থানাতে কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই কারণে যে, এই কেন্দ্রগুলো পরিচালনার সকল দায়দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের তথা গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করে। আমাদের গবেষণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, সামাজিক মালিকানা ও যৌথ প্রচেষ্টাই পারে কাজলী কেন্দ্রের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে। আর উল্লেখ্য যে, রিইব এর পক্ষ থেকে শুধু ট্রেনিং এবং উপকরণ সহায়তা করা হয়ে থাকে। আর কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হয় গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তায়। সে কারণেই আমরা দেড় শতাধিক কেন্দ্রের ট্রেনিং ও উপকরণ সহায়তা দিলেও আমাদের জানা মতে শতাধিক কেন্দ্র নিশ্চিত পরিচালিত হচ্ছে।

এ ছাড়াও বেদে সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার জন্য ১০ টি মোবাইল স্কুলে কাজলী উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নতুন নতুন এলাকাতে কাজলী কেন্দ্র খোলার জন্য আমাদের কাছে আবেদন আসছে। আমাদের ইচ্ছা ভবিষ্যতে দেশের প্রত্যেকটি এলাকায় গ্রামীণ সহায়তায় কাজলী কেন্দ্র গড়ে উঠুক।

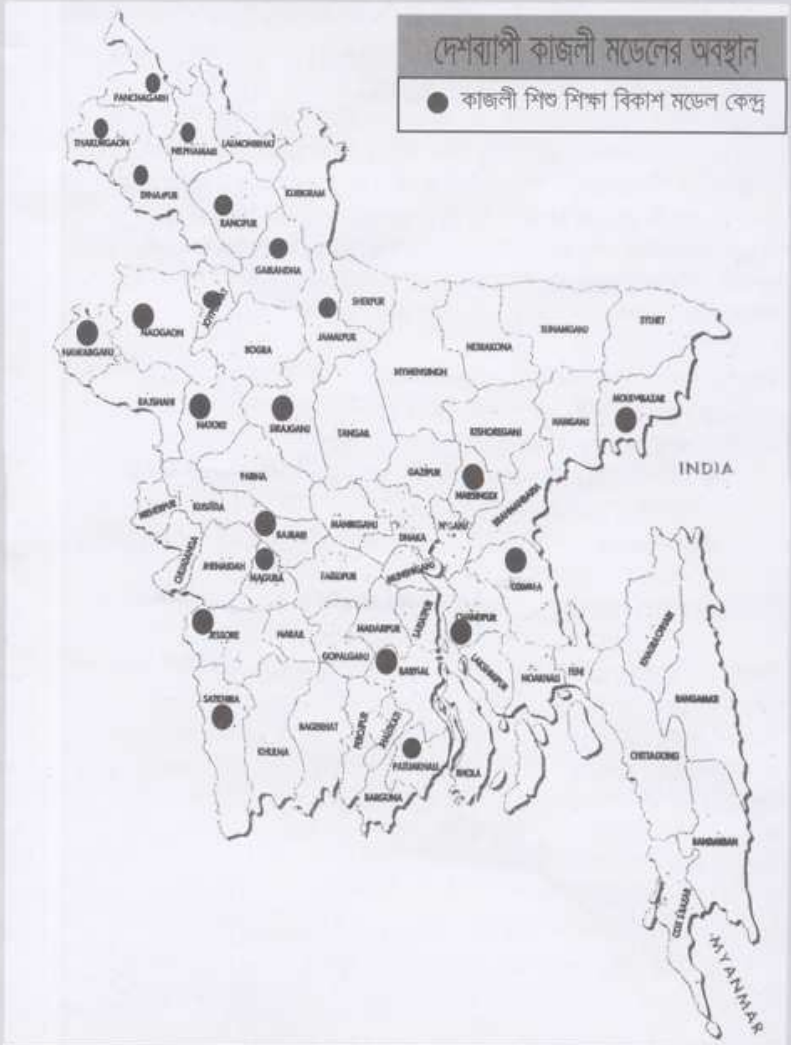

টুকরো খবর

গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ০৯ তারিখে পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার ৩ নং বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সভা কক্ষে নীলফামারী এবং অত্র অঞ্চলের ১৪ টি নতুন কাজলী কেন্দ্রের শিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়ে গেলো। এতে মূল প্রশিক্ষক ছিলেন সাইফ রানা এবং সহকারী হিসেবে সহযোগিতা করেন পঞ্চগড়ের অগ্রণী সাইদুর রহমান। এই প্রশিক্ষণে নীলফামারীর অগ্রণীদ্বয় মর্তুজা ইসলাম এবং মহির উদ্দীন বেশ সহযোগিতা করেন। মে ০৯ এর মধ্যে বরিশালের পৌরনদীতে আরো একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি চলছে। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে রি-ফ্রেশার্স ট্রেনিং আয়োজন করা হবে।

লেখা আহ্বান

" কাজলী শিশু বার্তা" নামের শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণ বিষয়ক পত্রিকার মাধ্যমে আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ কিভাবে এক একটি গ্রামে বা পাড়ায় নিজস্ব প্রচেষ্টায় কাজলী কেন্দ্র গড়ে তুলছে এবং সেগুলো পরিচালনা করছেন তার খবরা-খবর অন্যান্য এলাকার সকলের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। কাজলী কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিশেষ করে শিক্ষিকাদের কাছে আহবান এখন থেকে আপনারা অপনার কেন্দ্র বিষয়ে যে কোন ঘটনা বিশেষ করে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ভবিষ্যৎ ভাবনা অথবা অপনার কেন্দ্র পরিচালিত হবার গল্প আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন। এমনকি আপনার কেন্দ্রের শিশুদের আঁকা কোন ছবি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে সেটিও পাঠাতে পারেন। এখন থেকে আপনাদের লেখা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে এই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। মনে রাখবেন এটি আপনাদেরই পত্রিকা। তাই রিইব-এর ঠিকানায় লেখা পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।

কাজলী মডেল
বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন সংযোজন

দেশের দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রান্তিক জনগণের শিশুদের শিক্ষা ও স্কুলমুখী করে তোলার লক্ষ্যে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার কাজলী গ্রামে একটি শিশু শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। প্রায় তিন বছরের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজলী শিশু শিক্ষা মডেল গড়ে ওঠে। বর্তমানে সারা দেশে এই ধরণের প্রাক-বিদ্যালয় কাজলী কেন্দ্রের সংখ্যা শতাধিক। গত ছয় বছরে প্রায় বারো হাজার শিশু এইসব কেন্দ্রে একবছর সময় অতিবাহিত করে স্থানীয় প্রাইমারি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কেন্দ্র খোলার জন্যে সহায়তা চেয়ে অব্যাহতভাবে আবেদন আসছে।

কাজলী মডেল কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- শিশুদের শিক্ষা ও স্কুলমুখী করে তোলার পাশাপাশি নিরক্ষর বাবা-মায়েদের শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা।
- সমাজের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে সারাদেশে শিক্ষা প্রসারে সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা
- কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে সামান্য খরচ প্রয়োজন হয় তা যেন সমাজের ভিতর থেকে আসে, বাইরের সাহায্য ছাড়াই কেন্দ্র টিকে থাকতে পারে এবং এ ব্যাপারে সমাজের হৃত গৌরব ফিরে আসে।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) গবেষণা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বাস করে, যে কোন ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রমে যাদের জন্য উন্নয়ন সেই সব মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন কখনো স্থায়ী হয় না। সারা বাংলাদেশে কাজলী মডেল শিশুশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে রিইব জনগণের অংশগ্রহণ ও মালিকানাবোধ তৈরির কাজটি করার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে রিইব সহযোগী-শক্তি হিসাবে শুধু প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষিকা-ট্রেনিং সহায়তা করে।

এক নজরে কাজলী শিশু শিক্ষা বিকাশ মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ–

- বই, খাতা, পেন্সিলের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের ছবিযুক্ত ও ছবিছাড়া কার্ডের মাধ্যমে খেলার ছলে শিশুদের লিখতে-পড়তে অঙ্ক শিখতে সহায়তা করা হয়।
- লেখা বা আঁকাঝোকার জন্যে সকল শিশুর জন্য কেন্দ্রঘরের ব্ল্যাকবোর্ডে নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকে।
- শিশুর মায়েরা প্রতিদিন পালাক্রমে (প্রতি মাসে একবার করে) কেন্দ্রের সকল শিশুর জন্য খাবার পরিবেশন করেন।
- শিশুদের উপর কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় না বরং শিখতে সহায়তা করার আনন্দময় পরিবেশ তৈরির দিকে ঝোক দেয়া হয় বেশি। তাই কাজলী মডেলের স্লোগান হচ্ছে "শিক্ষা আনন্দময়"।

কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ এলাকা/গ্রামে সমাজের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কাজলী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ঘর নির্ধারণ থেকে শুরু করে শিক্ষক নির্বাচন এবং তাঁরজন্য ন্যূনতম (৫০০/- টাকা) মাসিক সম্মানীর ব্যবস্থা করতে পারলে উপকরণ ও ট্রেনিং সহায়তার জন্য রিইব-এর ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

শিক্ষকের কথা

"আমি ২০০৯ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। বাবা-মা ও আত্মীয় স্বজনেরা যে কোন সময় আমাকে বিয়ে দিয়ে দিতে পারে। আমি তাদেরকে বলেছি অন্তত আগামী ৫ বছর আমার বিয়ের কথা ভেবোনা, কারণ আগে কাজলী কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা তার পর বিয়ে। আমরা অভিভাবকরা মিলে এই কেন্দ্রকে ঘিরে একটি "মা" সংগঠন করেছি বর্তমানে সেখানে ১৮,০০০/- (আঠারো হাজার) টাকা জমেছে। এই টাকা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূল কাজে ব্যবহার করছি আগামীতে এই কেন্দ্র পরিচালনার সকল খরচ আমাদের এই সংগঠনের আয় থেকে চালাতে পারবো আল্লাহর রহমতে"।
মোছা: রওশন আরা
শিক্ষিকা, নয়ানখাল শাহপাড়া কাজলী মডেল কেন্দ্র
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

"আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলের বউ এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে এটা আমার স্বপ্ন"।
মোছা: রওশন আরা
শিক্ষিকা, খিদিরপুর কাজলী মডেল কেন্দ্র
মনোহরদী, নরসিংদী

"আমি এই কেন্দ্রটি আমার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই"
মোছা: শিল্পী আক্তার
শিক্ষিকা, উত্তর দুরাকুঠি কাজলী মডেল কেন্দ্র
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

"আপনাদের কাছে আমাদের কিছুই চাওয়ার নেই, শুধু মাঝে মাঝে আসবেন, আমার শিশুদের সাথে কথা বলবেন, মায়েদের সাথে দেখা করবেন- এতেই আমরা শক্তি পাই কেন্দ্র চালাতে"।
মোছা: মেহেরুন বেগম
শিক্ষিকা: শিকারপুর তেলিপাড়া কাজলী মডেল কেন্দ্র
বোদা, পঞ্চগড়

"আমরা গ্রামের মানুষ মিলে এই কেন্দ্রের জন্য একটি ভ্যান কিনেছি। এই ভ্যানের আয় থেকে বর্তমানে কেন্দ্রের শিক্ষকের সম্মানী পেয়ে থাকি। এই কেন্দ্রটি কোন দিনও বন্ধ হবে না"।
মোছা: তহুরা বেগম
শিক্ষিকা, মিলবাজার কাজলী মডেল কেন্দ্র
পঞ্চপুকুর, নীলফামারী

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
কাজলী শিশু বার্তা ত্রৈমাসিক সাময়িকী
বাড়ি # ১০৪, রোড # ২৫, ব্লক # এ, বনানী, ঢাকা ১২১৩, ফোন: ৮৮৬০৮৩০-১
ই-মেইল: rib@citech-bd.com, ওয়েব: www.rib-bangladesh.org